



20954 - বদনজররে স্বরূপ, এর থেকে সুরক্ষার উপায়সমূহ ও এর চকিৎসা

প্রশ্ন

বদনজর কী? আমি এই ওয়েবসাইটে উক্ত পরামিতিটি বহুবার পড়ছি। দয়া করে এটি ব্যাখ্যা করে বলবেন।

উত্তররে সংক্ষিপ্তসার

বদনজর সত্য। শরীয়ত ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বাস্তবতার দ্বারা এটি প্রমাণিত। এর থেকে সতর্ক থাকা তাওয়াক্কুলরে পরপিন্থী নয়। এর থেকে সুরক্ষার উপায়: আল্লাহর উপর নির্ভর করা, তাঁর কাছে ধর্ণা দেওয়া এবং নিয়মত যিকিরি-আযকার ও তাউজ পড়া (সূরা ফালাক্ব ও সূরা নাস)। এর দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার পর চকিৎসার উপায় হলো: রুকইয়া করা, যে ব্যক্তি নিজর লগেছে তার গোসলকৃত পানি আক্রান্ত ব্যক্তির উপর ঢলে দেওয়া। এর বিস্তারিত বিবরণ উত্তরে পড়ুন।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

বদনজররে স্বরূপ ও এর প্রভাব

বদনজর সম্পর্কিত কিছু প্রশ্নোত্তর ও ফতোয়া নমিবরূপ, আমরা আল্লাহর কাছে দোয়া করছি তিনি যেন এ ফতোয়াগুলোর দ্বারা কল্যাণ দান করেন।

ফতোয়া বিষয়ক স্থায়ী কমটিকি জিজ্ঞাসা করা হয়েছে:

বদনজররে স্বরূপ কী? আল্লাহ তাআলা বলছেন: “আর হত্মসুকের অনিষ্ট থেকে (আশ্রয় চাই) যখন সে হত্মসা করবে”। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামরে বাণী: “কবরে যাওয়া মানুষদরে এক-তৃতীয়াংশ বদনজররে কারণে” শীর্ষক হাদিসটি কি সহিহ? যদি কোনো মানুষ কারো হত্মসার ব্যাপারে সন্দেহে করে, তখন সে মুসলমিরে কী বলা ও কী করা উচিত? যে ব্যক্তি বদনজর দিয়েছে তার গোসলরে পানি দিয়ে কি আক্রান্ত ব্যক্তির চকিৎসা করা যায়? এ পানি কি পান করবে; নাকি এর দ্বারা গোসল করবে?

তারা উত্তর দনে:

“العین” শব্দটি عان يعين করিয়া থাকে গৃহীত হয়েছে, যার অর্থ কাউকে চোখ দিয়ে আক্রান্ত করা। এর উৎস হচ্ছে বদনজর প্রদানকারীর কোনো কিছু প্রতি মুগ্ধতা থেকে। তারপর তার কু-আত্মার বশিষে অবস্থা সেই জনিসিকে অনুসরণ করে এবং কু-আত্মা আক্রান্ত ব্যক্তির উপর বশি প্রয়োগ করার জন্য দৃষ্টির সহযোগিতা নিয়ে। আল্লাহ তা’আলা তার নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হতসিক থেকে আশ্রয় গ্রহণেরে নরিদশে দিয়েছেন। আল্লাহ তা’আলা বলেন: وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ “আর হতসিকেরে অনিষ্ট থেকে (আশ্রয় চাই) যখন সে হতসি করে।” [সূরা ফালাক: ৫] সুতরাং প্রত্যকে বদনজর প্রদানকারী ব্যক্তি হতসিক; কিন্তু প্রত্যকে হতসিক ব্যক্তিই বদনজর দেয় না। যহেতে ‘হতসিক’ শব্দটি ‘বদনজর প্রদানকারী’ শব্দরে তুলনায় ব্যাপক অর্থবোধক তাই হতসিক থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা কার্যতঃ বদনজর প্রদানকারী থেকেই আশ্রয় প্রার্থনা। বদনজর হচ্ছে এমন কিছু তীর যা হতসিক ও বদনজর প্রদানকারী ব্যক্তির আত্মা থেকে হতসি ও বদনজরে আক্রান্ত ব্যক্তির লক্ষ্যপানে ছুটে আসে; কিন্তু তীরগুলো কখনো বদিধ করে, আবার কখনো বদিধ করতে পারে না। যদি তাকে প্রতিক্ষা বহীন অবস্থায় পায় তাহলে তার উপর আঘাত হানে। আর যদি তাকে সতর্ক ও অসতর্ক সজ্জিত অবস্থায় পায়, তাকে তীরে বদিধ করার কোনো স্থান না থাকে, তখন তার উপর আঘাত হানতে পারে না। বরং এমনও হয় যে তীরটিকে নিক্ষেপকারীর কাছে ফিরিয়ে দেয়। [যাদুল মা’আদ থেকে সংক্ষেপে সমাপ্ত]

বদনজর দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার ব্যাপারে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে কিছু হাদীস সাব্যস্ত হয়েছে। তন্মধ্যে রয়েছে সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলমি বর্ণিত হাদীস, আয়শো রাদিয়াল্লাহু আনহা বর্ণনা করেন: “রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বদনজর থেকে রুকইয়া করার নরিদশে দতিনে।” এছাড়া মুসলমি, আহমদ ও তরিমযী বর্ণনা করেছেন: ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “বদনজরে প্রতিক্রিয়া সত্য। যদি কোনো কিছু তাকদীর তথা ভাগ্যকে ছাড়িয়ে যেতে, তাহলে বদনজর ছাড়িয়ে যেতে। যদি তোমাদেরকে (বদনজর সম্পন্ন ব্যক্তিদেরকে) গোসল করতে বলা হয় তাহলে তোমরা গোসল করবে।” [হাদীসটি শাইখ আলবানী ‘সলিসলিহ সহীহা’তে (১২৫১) বশিদ্ধ বলে গণ্য করেছেন]

ইমাম আহমদ ও তরিমযী (২০৫৯) বর্ণনা করেন এবং সহহি বলে গণ্য করেন: আসমা বনিত উমাইস রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন: ‘হে আল্লাহর রাসূল! জাফররে সন্তানরো বেশি বেশি বদনজরে আক্রান্ত হয়, আমরা কিতাদকে রুকইয়া করাব?’ তনি বলেন: “হ্যাঁ, কারণ কোনো কিছু যদি ভাগ্যলপিকে অতিক্রম করত তাহলে সেটি হিলো বদনজর।” [শাইখ আলবানী ‘সহীহু তরিমযী’ গ্রন্থে এটিকে সহহি বলে গণ্য করেন]

আবু দাউদ বর্ণনা করেন: আয়শো রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন: “বদনজর প্রদানকারী ব্যক্তিকে নরিদশে দেওয়া হত যনে সে অযু করে এবং সেই পানি দিয়ে বদনজরে আক্রান্ত ব্যক্তি গোসল করে।” [শাইখ আলবানী সহীহ আবু দাউদে হাদীসটিকে সহহি বলে গণ্য করেছেন]

ইমাম আহমদ (১৫৫৫০), মালকে (১৮১১), নাসাঈ ও ইবনে হব্বান বর্ণনা করেন: শাইখ আলবানী ‘মশিকাত’ (৪৫৬২) গ্রন্থে

সহীহ বলতে গণ্য করেন: সাহল ইবনে হানীফ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার মক্কার উদ্দেশ্যে সফরে বের হলেন। তার সাথে সাহল ইবনে হানীফও যাত্রা করলেন। জুহফার নকিটবর্তী আল-খাররার নামক স্থানে তারা পৌঁছানোর পরে সাহল ইবনে হানীফ গোসল করলেন। তিনি শুভ্র বর্ণের এবং সুন্দর গড়ন ও চামড়ার মানুষ ছিলেন। তখন আদী ইবনে কাব গোত্রের এক লোক ‘আমরে ইবনে রাবীয়া’ তাকে গোসল করতে দেখে তার দিকে তাকিয়ে বললেন: “আজকরে মতো (এত সুন্দর) চামড়া আমকিনোন কুমারী ময়েরেও দেখিনি।” আমরে কথাটা বলার সাথে সাথে সাহল সেখানে লুটিয়ে পড়ল। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে এসে বলা হল: “ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি কি সাহল ইবনে হানীফের ব্যাপারে কিছু জেনেছেন? আল্লাহর কসম! সে তো মাথা তুলতে পারছে না।” তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: “তোমরা কি এ ব্যাপারে কাউকে অভিযুক্ত করো?” তারা বলল: ‘হ্যাঁ, আমরে ইবনে রাবীয়া তার দিকে বদনজর দিয়েছে।’ অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ‘আমরে ইবনে রাবীয়াকে ডেকে ক্রোধান্বিত হয়ে তাঁকে বললেন: “কোন কারণে তোমাদের কউে নজিরে মুসলমান ভাইকে হত্যা করো? তুমি কোন কিছু দেখে অভ্যস্ত হলে কেনে তুমি বরকতের দোয়া কর না (বারাকাল্লাহু ফকি- আল্লাহ তোমাকে বরকতময় করুন)? এরপর তিনি তাকে লক্ষ্য করে বললেন: ‘তুমি তার জন্য গোসল করবে’। তখন আমরে তার চহোরা, হাত, হাতের কনুই, হাঁটু, পায়ের আঙুল এবং লুঙ্গরি অভ্যন্তররে দহোংশ ধৌত করে ঐ পানি একটি পাত্রে জমা করল। তারপর সেই পানি সাহলের দহে ঢেলে দিলে। কউে একজন পছেন থেকে তার মাথার উপর ও পাঠিরে উপর ঢেলে দিলে। এরপর পাত্রটি উল্টো করে তার পছেনে রেখে দিলে। এভাবেই করা হলো। তখন সাহল সবার সাথে এমনভাবে যাত্রা করলেন; যেন তার কোন সমস্যাই নাই।

উপর্যুক্ত হাদীসগুলোসহ অন্যান্য হাদীস এবং দৃশ্যমান বাস্তবতার কারণে অধিকাংশ আলমে বদনজরকে আক্রান্ত হওয়ার বিষয়টি সাব্যস্ত করেন।

অন্যদিকে আপনি যে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন: ‘কবর থেকে থাকা মানুষদের এক-তৃতীয়াংশ বদনজরের কারণে এ হাদিস সহিহ কনি তা আমরা জানি না। তবে নাইলুল আওত্বার গ্রন্থের প্রণতো উল্লেখ করেছেন: বায্যার হাসান সনদে জাবরে রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন: “আল্লাহর তাকদীর ও ফয়সালার পরে আমার উম্মতের মধ্যে সবচেয়ে বেশি যে কারণে মানুষ মারা যায় সেটি হচ্ছে আত্মগুলোর প্রভাবে। অর্থাৎ বদনজরের প্রভাবে।”

একজন মুসলমিরে করণীয় হলো নজিকে উদ্যত জীন শয়তান ও মানুষ শয়তান থেকে রক্ষা করা। আর তা হবে আল্লাহর উপর দৃঢ় ঈমান, তাঁর উপর নরিভরতা, তাঁর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা, হাদিসে বর্ণিত তাউজগুলো (আশ্রয় প্রার্থনার দোয়াগুলো) পড়া ও তাঁর দরবারে কাকুত-মিনতি করার মাধ্যমে, বেশি বেশি সূরা ফালাক, সূরা নাস, সূরা ইখলাস, সূরা ফাতহা ও আয়াতুল কুরসী পড়ার মাধ্যমে। কিছু তাউজ বা আশ্রয় প্রার্থনার দোয়া:

أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ

“আমি আল্লাহর পূর্ণ কালমোসমূহের মাধ্যমে তাঁর অনিষ্টকর সকল সৃষ্টি থেকে আশ্রয় চাই।”

أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ وَمِنْ شَرِّ عِبَادِهِ وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَنْ يَحْضُرُونِ

“আমি আল্লাহর ক্রোধ ও আযাব থেকে, তাঁর বান্দাগণের অনিষ্ট থেকে, শয়তানদের প্ররোচনা হতে এবং আমার কাছে শয়তানের আগমন থেকে আল্লাহর পূর্ণ কালমোসমূহের মাধ্যমে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।”

আল্লাহর বাণী:

حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ

“আমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। তিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ সত্য নয়। আমি তাঁর উপরই নির্ভর করি। তিনিই মহান আরশের মালিক।” এ ধরণের শরিয়তে অনুমোদিত অন্যান্য দোয়া। উত্তররে প্রথম অংশে ইবনুল কাইয়মি রাহিমাহুল্লাহুর উদ্ধৃত কথার মর্মার্থ এটাই।

যদি জানা যায় যে কোনো নির্দিষ্ট মানুষ তাকে আক্রান্ত করেছে অথবা ঐ ব্যক্তির দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার সন্দেহে সৃষ্টি হয় তাহলে বদনজর প্রদানকারী ব্যক্তিকে তার ভাইয়ের জন্য গোসল করার নির্দেশে প্রদান করা হবে। গোসলের পদ্ধতি হলো: তার জন্য একটি পানি-ভর্তি পাত্র আনা হবে। সে পানি ভেতরে হাতের কব্জদ্বয় ঢুকিয়ে কুলি করবে। তারপর কুলি পানি পাত্রের ফলেবে। ঐ পাত্রের ভেতরে তার চহোরা ধৌত করবে। এরপর তার বাম হাত পানিতে ঢুকিয়ে ঐ পাত্রের ভেতরে তার ডান হাঁটুর উপর পানি ঢালবে। এরপর তার ডান হাত পানিতে ঢুকিয়ে বাম হাঁটুর উপর পানি ঢালবে। তারপর লুঙ্গি ধৌত করবে। অতঃপর সেই পানি বদনজর আক্রান্ত ব্যক্তির পছন্দ থেকে তার মাথার উপর একবারে ঢেলে দিবে। ইন শা আল্লাহ, তখন সে সুস্থ হয়ে যাবে।” [ফাতাওয়াল-লাজনাহ আদ-দাইমাহ লিল-বুহুসলি ইলময়িয়াহ ওয়াল-ইফতা (১/১৮৬)]

শাইখ মুহাম্মাদ আস-সালহি আল-উছাইমীন রাহিমাহুল্লাহুকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল:

‘মানুষ কি বদনজর আক্রান্ত হয়? এর চিকিৎসা কী? এর থেকে সতর্ক থাকা কি তাওয়াক্কুলের পরিপন্থী?’

তিনি উত্তর দেন:

‘বদনজরের ব্যাপারে আমাদের অভিমত হচ্ছে: শরীয়ত ও ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে বদনজর প্রমাণিত সত্য। আল্লাহ তা’আলা বলেন: **وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ** “কাফরেরা তাদের দৃষ্টি দিয়ে তোমাকে স্থলিত করার উপক্রম করে (অর্থাৎ তোমার দিকে এমন বদ্বিষেপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকায় যে পারলে তোমাকে আছাড় দিয়ে ফেলে দেয়)।” [সূরা কলম: ৫১] ইবনে আব্বাস ও অন্যান্যরা এই আয়াতের তাফসীরে বলেন: অর্থাৎ তারা তোমার প্রতি বদনজর দেয়। নবী সাল্লাল্লাহু



আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন: “বদনজর সত্য। কনোঁ কছি যদা ভাগ্যক্কে অতক্রিম করত তাহলে বদনজর তা করত। তোমাদেরকে (বদনজর প্রদানকারী ব্যক্তিকে) গোসল করতে বলা হলে তোমরা গোসল করবে।” [হাদীসটি মুসলিমি বর্ণনা করেন] এছাড়া আরও বর্ণিত হয়েছে নাসাই ও ইবনে মাজাহ থেকে বর্ণিত হাদীস যখনে উল্লেখ আছে: আমরা ইবনে রাবীয়া সাহল ইবনে হানীফকে গোসলরত অবস্থায় অতক্রিম করছিলাম।... এরপর তিনি পূর্ণ হাদীস উল্লেখ করেন।

এবং বাস্তবতা বদনজর সত্য হওয়ার পক্ষে সাক্ষী; বদনজরকে অস্বীকার করা সম্ভবপর নয়।

বদনজরের চিকিৎসা

বদনজরে আক্রান্ত হলে শরয়ী চিকিৎসা পদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে। সগোলো হচ্ছে:

১. রুকইয়া করা। কনোঁ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: “কবেল বদনজর অথবা বিষাক্ত প্রাণীর দংশন থাকলেই ঝাড়ফুক দেওয়া চলবে।” [হাদীসটি তিরমযী (২০৫৭) ও আবু দাউদ (৩৮৮৪) বর্ণনা করেন] জবিরীল আলাইহিস সালাম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই বলে রুকইয়া করতেন:

بِسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ أَوْ عَيْنٍ حَاسِدٍ اللَّهُ يَشْفِيكَ بِسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ

“আল্লাহর নামে আপনাকে ঝাড়ফুক করছি: এমন সকল কছি থেকে যা আপনাকে কষ্ট দেয়, সকল আত্মা ও হিংসুক চক্ষুর অনিষ্ট থেকে, আল্লাহ আপনাকে রোগমুক্ত করুন। আমি আল্লাহর নামে আপনাকে ঝাড়ফুক করছি।”

২. গোসল চাওয়া। যমেনটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমরা ইবনে রবীয়াকে পূর্ববোক্ত হাদীসে নরিদশে দিয়েছিলেন। তারপর বদনজরে আক্রান্ত ব্যক্তির উপরে ঢেলে দিতে হবে।

তবে বদনজর প্রদানকারীর পশোব-পায়খানা থেকে কছি গ্রহণ করা ভিত্তিহীন। অনুরূপভাবে তার সাথে সংশ্লিষ্ট কনোঁ কছি গ্রহণ করাও ভিত্তিহীন। বরং হাদিসে উদ্ধৃত হয়েছে যা ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, যথা: তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও লুঙ্গরি অভ্যন্তরে অংশ ধৌত করার মাধ্যমে প্রাপ্ত পানি। সম্ভবতঃ তার মাথার রুমাল, টুপি ও জামার ভেতরে অংশে ব্যাপারেও একই বধিান প্রযোজ্য হবে। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

বদনজর থেকে সুরক্ষার উপায়

পূর্ব থেকেই বদনজর থেকে সতর্ক থাকতে কনোঁ সমস্যা নই। এটি তাওয়াক্কুলের পরপিন্থী তো নয়ই; বরং এটিই তাওয়াক্কুল। কারণ তাওয়াক্কুল হচ্ছে আল্লাহর উপর নির্ভর করার পাশাপাশি তিনি যে উপায়-উপকরণ গ্রহণ করা বধি করছেন কথিবা গ্রহণের আদশে করছেন সগোলো গ্রহণ করা। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই বলে হাসান-



হোসাইনরে জন্ম (আল্লাহর) আশ্রয় প্রার্থনা করতেন:

أَعِيذُكُمْ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ

“আমি তোমাদের দুজনকে আল্লাহর পরপূর্ণ কালমোসমূহে আশ্রয়ে নছিছি; যাবতীয় শয়তান ও বিষধর জন্তু থেকে এবং যাবতীয় কষ্টকির চক্ষু (বদনজর) থেকে।”[হাদীসটি তিরমযী (২০৬০) ও আবু দাউদ (৪৭৩৭) বর্ণনা করেন]

তিনি আরও বলতেন: “তোমাদের পতি (ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম) এই কালমোর দ্বারা তার সন্তান ইসমাইল ও ইসহাককে আল্লাহর কাছে সোপর্দ করতেন।”[হাদীসটি বুখারী (৩৩৭১) বর্ণনা করেন][ফাতাওয়াশ শাইখ ইবনে উছাইমীন (২/১১৭,১১৮) থেকে সমাপ্ত]

আরও দেখুন (10543) ও (125543) নং প্রশ্ন দুটির উত্তর।

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।